



International Parkinson and
Movement Disorder Society

হান্টিংটন'স ডিজিজঃ রোগীদের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় তথ্যাবলি

এটা কি?

হান্টিংটন'স ডিজিজ(এইচডি), স্নায়ুক্ৰম জনিত মস্তিস্কের দীর্ঘস্থায়ী রোগ। অর্থাৎ এই রোগে আপনার মস্তিস্কের স্নায়ু কোষ সময়ের সাথে সাথে ক্ষয় হয়। এই রোগটি সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয়, কিন্তু কম বয়সেও শুরু হতে পারে। এইচডি আক্রান্ত করে আপনার :

- চলাফেরা
- আচরণ
- চিন্তাশক্তি, বোঝার ক্ষমতা, শেখা, স্মরণশক্তি
- ব্যক্তিত্বকে।

সর্বাধিক পরিচিত লক্ষণটি হল আপনার শরীরের অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া যাকে “কোরিয়া” বলা হয়। কোরিয়াতে শরীর নৃত্যের মতো নড়াচড়া করে। এছাড়া কথা বলা ও হাঁটার সমস্যা হতে পারে।

আপনি নিম্নোক্ত উপসর্গগুলিও লক্ষ্য করতে পারেনঃ

- স্মৃতিশক্তি লোপ, মনোযোগের অভাব, কাজ করতে কষ্টবোধ, আবেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা
- বিষণ্ণতা এবং আত্মহের অভাব
- ঘুমের পরিবর্তন
- যৌন সমস্যা
- খাবার গিলতে অসুবিধা
- পড়ে যাবার প্রবণতা

প্রারম্ভিক বছরগুলোতে সুস্পষ্ট শারীরিক লক্ষণগুলো আসার আগে সামান্য কিছু মানসিক, আবেগজনিত এবং আচরণগত পরিবর্তন আসতে পারে।

এটার কারণ কি?

এই রোগ জিন (বংশগতির ধারক) এর একটি অংশের অস্বাভাবিক প্রসারণ দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই ক্রমবর্ধমান প্রসারণ মস্তিস্কের স্নায়ুকোষের অতিরিক্ত ধ্বংসের কারণ। এই প্রসারণের পূর্ণাবৃত্তি যত বেশি ঘটে, তত কম বয়সে এইচডি শুরু হয়। জেনেটিক পরীক্ষার সাহায্যে অস্বাভাবিক জিন নির্ণয়ের মাধ্যমে এই রোগের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।

“এইচডি” বংশগত সমস্যা। বংশ পরম্পরায় পাওয়া এক জোড়া জিনের মধ্যে আমরা মা থেকে একটি এবং বাবার কাছ থেকে একটি জিন পাই। “এইচডি” হওয়ার জন্য পিতা বা মাতা থেকে যে কোন একটি অস্বাভাবিক জিন লাগে। যদি বাবা-মা যেকোন একজনের অস্বাভাবিক জিন থাকে তাহলে প্রতিটি সন্তানের উত্তরাধিকারসূত্রে “এইচডি” হবার ৫০% সম্ভাবনা রয়েছে। কখনও কখনও জিন উত্তরাধিকার স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, যেমন- বাবা-মা যদি রোগের লক্ষণ প্রকাশ করার আগেই মারা যায়।

এটির চিকিৎসা আছে কি?

বর্তমানে এর এমন কোন চিকিৎসা নেই যা এই রোগ প্রক্রিয়াটিকে ধীরগতি করতে পারে বা পূর্বাৱস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারে। “এইচডি” এখনো আরোগ্য যোগ্য নয়, তবে এমন কিছু ঔষধ আছে যা কিছু উপসর্গ কমাতে পারে। এই ঔষধগুলো অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া, হতাশা এবং আচরণগত সমস্যার উন্নতি করতে সহায়তা করে। ঔষধ পছন্দ করার ব্যাপারে আপনার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করুন।

হান্টিংটন'স রোগ কি কখনও ভুলভাবে নির্ণীত হতে পারে?

প্রাথমিক পর্যায়ে “এইচডি” সনাক্ত করা কঠিন হতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনার পারিবারিক ইতিহাস জানা না থাকে। কারণ এটার লক্ষণ জটিল এবং একেক রোগীর জন্য একেক রকম। প্রথম দিকে বিষন্নতার মত লক্ষণগুলি “কোরিয়া” থেকে বেশি স্পষ্ট হতে পারে। “কোরিয়া” প্রকাশিত হয়ে গেলে রোগটি নির্ণয়ের জন্য আপনার মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং জেনেটিক পরীক্ষা করতে হবে।

যেহেতু আমি এইচডি নিয়ে বসবাস করছি, আমি কি আশা করতে পারি?

রোগ বাড়ার সাথে সাথে, নিচের সমস্যাগুলো আরো খারাপ আকার ধারণ করে:

- অনিয়ন্ত্রিত নড়াচড়া বৃদ্ধি
- চিন্তাভাবনা, বোঝার, শেখার এবং স্মরণশক্তির পরিবর্তন
- মানসিক, আবেগ ও আচরণগত পরিবর্তন

আপনার কথা বলতে ও খাবার গিলতে অসুবিধা বোধ হতে পারে। শ্বাস আটকে যাওয়াও একটি উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এছাড়া আবেগজনিত সমস্যা এবং বিষন্নতা বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্য আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে থাকতে পারেঃ

- আত্মহ ও পরিচর্যার অভাব
- অসামাজিক আচরণ
- বিভ্রান্তি
- একগুঁয়েমি

যখন রোগী অনুধাবন করে যে, তারা ক্রমশ শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা হারাচ্ছে তখন তারা হতাশা বোধ করে। যে কাজগুলো তারা সাধারণভাবে করতে পারতো সে কাজগুলো আর করতে পারে না।

রোগের শেষ পর্যায়েও রোগীরা দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ করতে পারে এবং মানুষকে চিনতে পারে, যাহোক শেষ পর্যন্ত তারা আর নিজের পরিচর্যা করতে পারে না। “এইচডি” রোগীদের ২৪/৭ পরিচর্যা প্রয়োজন হতে পারে, যেহেতু তারা কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, হাঁটা-চলা এবং তাদের প্রশ্ন-পায়খানা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অবশেষে, এই রোগটিতে শ্বাস আটকে যাওয়া, নিউমোনিয়া বা অন্যকোন অসুস্থতা দেখা দিতে পারে যা রোগীর জীবনকে শেষ করে দেয়।

আপনার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞকে আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন।



মূল: ইন্টারন্যাশনাল পারকিনসন এন্ড মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি
বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনায়: মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ